জাতীয়

যুব দিবস ২০২৪

'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ'

সফল যুবদের কথা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জাতীয়
যুব দিবস ২০২৪

'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ'

সফল যুবদের কথা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রধান সম্পাদক
মানিকহার রহমান (যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদকমণ্ডলী
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন)
শাহাব উদ্দিন সরকার
উপপরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন)
মোঃ হামিদুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
মোঃ মিজানূর রহমান
উপপরিচালক (প্রকাশনা ও আত্মকর্ম)

প্রচ্ছদ
মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ সুমন মিয়া
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
নূরে তাজরীন (পুনম)
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
সুজিত কুমার প্রামানিক
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

প্রকাশ সন নভেম্বর ২০২৪

জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্তদের নিয়ে স্বল্প কথা

জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময়ের নাম যৌবনকাল। এ সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলেই ব্যক্তি, পরিবার ও দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অফুরন্ত সৃষ্টিশীল শক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতার নিয়ামক যুবসমাজই জাতির মেরুদণ্ড। তারাই দেশের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ। আমাদের যুবসমাজ দেশ ও জাতির সংকটময় মূহুর্তে জীবন বাজি রেখে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সফলকাম হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবসমাজকে কর্মোদ্যোগী করার এক মহান ব্রত নিয়ে তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে। কর্মপ্রত্যাশি যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে, প্রশিক্ষণ ও ঋণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গড়তে সহযোগিতা দিয়ে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করে এবং স্বেচ্ছাসেবাধর্মী সাংগঠনিক তৎপরতাসহ দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের ব্রত নিয়ে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
গৌরবের অধিকারী দুরন্ত ও অদম্য আমাদের যুবসমাজ চায় সঠিক পথের ঠিকানা। এক্ষেত্রে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুবদেরকে দিচ্ছে সঠিক দিক নির্দেশনা ও কর্মের সন্ধান। ফলশ্রুতিতে তারা যেমন আত্মকর্মী হয়ে উঠছে, তেমনি দেশে-বিদেশে সম্মানজনক জীবিকায় নিয়োজিত হচ্ছে।

যুবদের সুসংগঠিত করার অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে যুবসংগঠন। যুবসংগঠকগণ দেশের যুবসমাজের কাছে স্বনির্ভরতা ও নেতৃত্বের উজ্জ্বল প্রতীক। সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার ঐতিহ্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গৌরবের সাথে পালন করে আসছে। সরকার যুবদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এ পর্যন্ত ৫১৯ জন সফল আত্মকর্মী ও যুবসংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করেছে, যা আজকের যুবদের প্রেরণার অন্যতম উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এবছরও ১২ জন সফল আত্মকর্মী ও ০৩ জন শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক-কে জাতীয় যুব পুরস্কার, ২০২৪ প্রদান করা হচ্ছে। আমি জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্তদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আজকের এ সফল যুবদের জীবনের শুরু ও চলার পথ কিন্তু মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক বাধা, সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে আজ তাঁরা শুধু নিজেদের জীবনেই পরিবর্তন ঘটাননি, বদলে দিয়েছেন তাঁর আশেপাশের তথা সারাদেশের বেকার যুবদের হতাশার চিত্র। সমগ্র যুবসমাজের কাছে তাঁরা মূর্ত হয়ে উঠেছেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্তরূপে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত যুবদের পরিচয় সমৃদ্ধ এ পুস্তিকা যুবসমাজকে আত্মকর্মে নিবেদিত ও কর্মমুখী হওয়াসহ জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রেরণা যোগাতে সহায়ক হবে।

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে প্রথম

এস এ জাহিদ
পিতা- মোঃ নূরুজ্জামান সরকার
মাতা- মোছাঃ সুলতানা রাজিয়া
বারপুর র‍্যাডার মোড়, বগুড়া সদর, বগুড়া- ৫৮০০
মোবাইল- ০১৭১৭২০১৫১৮

জনাব এস এ জাহিদ বগুড়া জেলাধীন সদর উপজেলায় এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একজন শিক্ষক, মা গৃহিণী। তিন ভাই বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। পরিবারে ছিলনা স্বচ্ছলতা। ২০০৭ সালে লেখাপড়ার পাশাপাশি শুরু করেন পার্টটাইম জব। বেতন ছিল মাত্র পাঁচশত টাকা, যা দিয়ে তার ব্যয় নির্বাহ কষ্টসাধ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে বেকারত্বের কষাঘাতে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তিনি স্বল্প পুঁজি দিয়ে শুরু করেন মৎস্য চাষ। কিন্তু দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রত্যাশিত লাভ হচ্ছিল না। পরবর্তীতে এক বড় ভাইয়ের পরামর্শে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ১ মাস মেয়াদী মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে প্রথমে দু'টি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। পরিশ্রম, মেধা আর সততার সমন্বয়ে তার প্রকল্পে সফলতা আসতে থাকে। তার বড় ভাই কম্পিউটার নিয়ে পড়াশুনা করার কারণে কম্পিউটারে খুব দক্ষ ছিলো। তার সাহচার্য পেয়ে বড় ভাইয়ের একটি ল্যাপটপ দিয়ে শুরু করেন ফ্রিল্যান্সিং। ফ্রিল্যান্সিং থেকে তার আয় বাড়তে থাকে। কম্পিউটারে দক্ষতা থাকার কারণে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও স্থাপন করেন। এছাড়াও অনলাইনে জানতে পারেন বগুড়ার লাল মরিচ ও সরিষার তেলের দেশব্যাপি ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সুযোগটি তিনি হাতছাড়া করেননি। শুরু করেন www.intacagro.com নামে একটি ই-কমার্স প্লাটফর্ম। যা এখন সমগ্র দেশে সুনামের সাথে হোম ডেলিভারি সেবাও প্রদান করছে। বর্তমানে তাঁর মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

জনাব এস এ জাহিদ-এর ইনটেক এগ্রো, মৎস্য চাষ ও ইনটেক এগ্রো এন্ড ফুড প্রডাক্টস লিমিটেড প্রকল্পে ২৪ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ৪০ জন আত্মকর্মী হয়েছেন। এছাড়াও তিনি প্রতিদিনই এলাকার অনেক কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মী হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি স্বাস্থ্য সেবা, বৃক্ষরোপণ, জঙ্গি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ, আইন শৃংখলা, ধূমপান ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম, শিশু স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম, বায়োগ্যাস প্লান্ট, গরিব ও অসহায়দের মাঝে খাদ্য বিতরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক সভা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনসহ নানা সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী এবং যুব সমাজের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী এস এ জাহিদ-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী এস এ জাহিদ এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয়

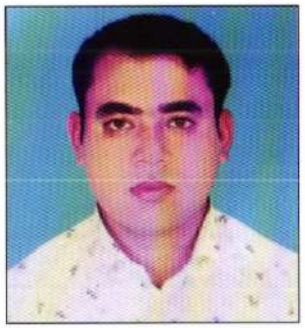

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পিতা- মোঃ ছামার আলী
মাতা- মোছাঃ মর্জিনা
গ্রাম-গোসাইগঞ্জ (আনন্দ বাজার), ডাকঘর-মুক্তিরহাট
উপজেলা- ডোমার, জেলা- নীলফামারী।
মোবাইল-০১৭৮৮০৬৮২১২

জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন নীলফামারী জেলাধীন ডোমার উপজেলার গোসাইগঞ্জ গ্রামে নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি বড়। পড়ালেখা শেষ করে চাকুরির সন্ধানে বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে বাবার সাথে কৃষি কাজে সহযোগিতা করেন। এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক কোর্সে বিনামূল্যে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তিনি ডোমার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার অফিসে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করেন। নীলফামারী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে পারিবারিকভাবে কিছু টাকা সংগ্রহ এবং ডোমার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ৫০ হাজার টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করে দুইশত হাঁস ক্রয় করে প্রাথমিকভাবে ছোট আকারে প্রকল্প শুরু করেন। খামারের সফলতা দেখে পরিবারের সবাই উৎসাহ ও শ্রম দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বহুমুখি প্রকল্প গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার হাঁসের খামারে চার হাজার ডিম পাড়া হাঁস রয়েছে। এ খামার থেকে প্রতিদিন গড়ে দুই হাজার চারশত ডিম পাওয়া যায়। ডিম থেকে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করেন। প্রতি বছর সোনালী মুরগির খামারে ০৮টি ব্যাচে গড়ে ৪৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার মাংস উৎপাদনকারী মুরগি বিক্রয় করেন। তাঁর ৭ একর জমিতে ৬ টি পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করেন। বর্তমানে তাঁর মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৪৪ হাজার এবং বার্ষিক নিট আয় ৪৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা।

জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন-এর প্রকল্পে ১১ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ১৪ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি বৃক্ষরোপণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, কম্বল বিতরণ, নারী নির্যাতনে উঠান বৈঠক, স্বাস্থ্য সেবা,শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, টিকা দান কর্মসূচি, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনসহ নানা ধরনের সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মোঃ জয়নাল আবেদীন- কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন এর কার্যক্রম

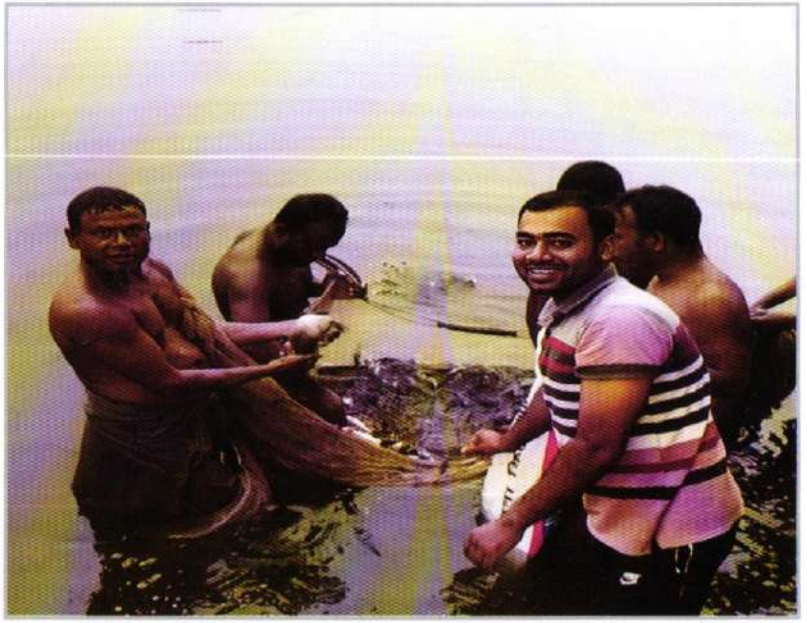

সফল আত্মকর্মী : জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয়

নাম- ইতি আক্তার
পিতা- মোঃ খান্নু মিয়া
স্বামী- শিপন মিয়া
মাতা- পরিস্কার বেগম
গ্রাম- দেলুয়া, পোঃ-দড়গ্রাম উপজেলা- সাটুরিয়া, জেলা- মানিকগঞ্জ
মোবাইল-০১৬০৫-৯৯২৪১০

ইতি আক্তার মানিকগঞ্জ জেলাধীন সাটুরিয়া উপজেলার দেলুয়া গ্রামে ১৯৯৬ সালে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে অভাব ছিলো নিত্যসঙ্গী। ৮ সদস্যের পরিবারে বাবা ছিল একমাত্র উপার্জনকারী। ছয় মেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। ২০০৯ সালে তার বাবা খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাদের উপার্জনের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে যায়। মা দুটি গাভী পালন করতেন গাভীই ছিল উপার্জনের বিকল্প ভরসা। যেভাবেই হোক তার পরিবার ও বাবাকে বাঁচাতেই হবে। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় সংসারের হাল ধরতে হয় বিধায় পড়ালেখা বন্ধ করতে হয়। গ্রামের এক জনের কাছ থেকে ৩০০ টাকা ধার নিয়ে দুধের ব্যবসা শুরু করেন। বাজারে দাড়িয়ে দুধ বিক্রি করে যে লাভ হতো তা দিয়ে বাবার ঔষধ, গরুর খাবার ও খাওয়ার চাল কিনতেন। ২০১৪ সালে তাদের ৬টি গরু ছিল। ২০১৫ সালে হঠাৎ সবগুলো গুরুই অসুস্থ্য হয় এবং চিকিৎসার অভাবে ৫টি গরুই মারা যায়, থাকে মাত্র ২ মাস বয়সী ১টি বাছুর। বাছুরটির নাম দেন লক্ষীসোনা। তাদের গরুগুলো প্রশিক্ষণ না থাকায় উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যায়, তাই তিনি গরু চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালে তিনি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ, অফিসে প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করায় তাকে সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। সফলতার সাথে তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তার বাছুর লক্ষীসোনার যাবতীয় চিকিৎসা তিনি নিজেই করেন। প্রশিক্ষণ শেষে গ্রামের বাজারে একটি ভেটেরিনারি ফার্মেসি দেন। দোকানের নাম দেন রাজাবাবু ভেটেরিনারি ফার্মেসি। যেখানে গরু ছাগল, হাঁস-মুরগির চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র ও যাবতীয় ঔষধপত্র পাওয়া যায়। ২০১৬ সালের সেরা বড় গরু হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করে তার লক্ষীসোনা। ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় লক্ষীসোনা গরুটি বিক্রি হয়। তার জীবনের কষ্ট সার্থক হতে লাগলো। পরবর্তীতে একটি গাভী ও ষাঁড় কিনলেন। ষাঁড়ের নাম দিলেন রাজাবাবু। ২০১৮ সালে আবারও সারা বংলাদেশ ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়লো এই বড় গরুর বার্তা । জাতীয় পত্রিকা ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে বড় গরু পালনের খবর ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে কালক্রমে তিনি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে পরিচিতি পান। রাজাবাবু ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এতে একটু একটু করে তার পরিবারে স্বচ্ছলতা আসতে থাকে। অতঃপর রাজাবাবু ডেইরি উন্নয়ন দুগ্ধখামার নামে একটি ডেইরি ফার্ম শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারের গরুর সংখ্যা ৫৩টি। এসকল প্রকল্পে তার বর্তমান মূলধন ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং বাৎসরিক নিট আয় ৭৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা।

জনাব ইতি আক্তার-এর প্রকল্পে ৭ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ১১ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি গাছের চারা বিতরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী ইতি আক্তার-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী ইতি আক্তার এর কার্যক্রম

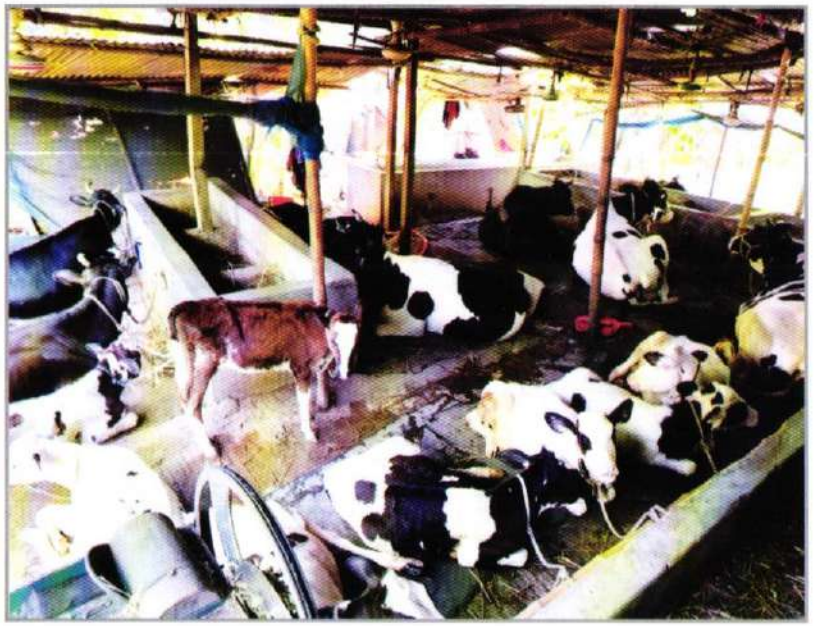

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : জাতীয় পর্যায়ে প্রথম

আশফাক উদ্দিন আহমদ
পিতা-মোঃ মকবুল হোসেন
মাতা- মোছাঃ ছালেহা বেগম
গ্রাম- বরায়া উত্তরভাগ, পোঃ-হেতিমগঞ্জ
উপজেলা-গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট
মোবাইল নং - ০১৭১২২৩৮৪১৪

সিলেট জেলাধীন গোপালগঞ্জ উপজেলার বরায়া উত্তরভাগ এলাকায় ২০১৫ সালে 'হলি আর্ট যুব উন্নয়ন সংস্থা' নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনাব আশফাক উদ্দিন আহমদ ২০০৩ সাল হতে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।
স্থানীয় সামাজিক উন্নয়নে সংগঠনের মাধ্যমে ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কর্মশালা, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে করণীয় শীর্ষক আলোচনা, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, প্রাথমিক চিকিৎসা, রক্তদান, প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত কার্যক্রমে অভিভাবকদের সচেতন করা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

সংগঠনটির মাধ্যমে কারিগরি বিষয়ে ৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ১০০০ যুবক ও যুব মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর অধিকাংশের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এভাবে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি তিনি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছেন। বেকারত্ব দূর হওয়ায় এলাকায় মাদকাসক্তি ও অসামাজিক কার্যকলাপ কমেছে।

জনাব আশফাক উদ্দিন আহমদ দীর্ঘ ২২ বছর সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সমাজ উন্নয়নে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। সংগঠনের মাধ্যমে জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রমে ৩৫০ জনকে প্রশিক্ষণ ও ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার আর্থিক ও দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। খেলাধুলা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, বৃক্ষরোপণ, রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা, গাছের চারা বিতরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণ, খাবার বিতরণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি দেশের যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করছেন। তিনি একজন সফল যুব সংগঠক।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আশফাক উদ্দিন আহমদ-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক জনাব আশফাক উদ্দিন আহমদ এর কার্যক্রম

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয়

নুরুল আবছার
পিতা- শামসুল হক
মাতা- মরহুমা ছফুরা খাতুন
উত্তর রুমালিয়ার ছড়া (পূর্বাংশ), ডাকঘর- কক্সবাজার সদর-৪৭০০
উপজেলা- কক্সবাজার সদর, জেলা- কক্সবাজার।
মোবাইল নং- ০১৭১১৯৬২৭৮৯

সায়মুন সংসদ ১৯৮৭ সালে কক্সবাজার জেলাধীন সদর উপজেলার উত্তর রুমালিয়ার ছড়া (পূর্বাংশ) গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। জনাব নুরুল আবছার ২০০১ সাল হতে এ সংগঠনের অন্যতম সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তিনি এলাকায় বিভিন্ন কল্যাণকর কাজ করছেন এবং অসামাজিক কার্যক্রম প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

জনাব নুরুল আবছার সংগঠনের মাধ্যমে বেকার যুবদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে সফল আত্মকর্মী সৃষ্টিতে অবদান রাখছেন। সংগঠনের মাধ্যমে রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন।

তিনি সংগঠনের মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্বন্ধে এলাকাবাসীকে সচেতন করে মাদকবিরোধী আন্দোলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, এসিড নিক্ষেপ ও যৌতুকবিরোধী কার্যক্রম, বিভিন্ন সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করে এলাকাবাসীকে সচেতন করছেন। এ সংগঠন হতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণ, দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ, শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, বিভিন্ন উৎসবে অসহায়দের সহায়তা প্রদান করছেন। সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ, সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, আগত পর্যটকদের ফ্রি থাকার ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, অটিজম সংক্রান্ত কার্যক্রম, স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি মাতৃভাষা দিবস, সমাজসেবা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় যুব দিবস ও স্বাধীনতা দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

করোনাকালীন সংগঠনের মাধ্যমে মাস্ক বিতরণ, দরিদ্র অসচ্ছল দিনমজুরদের আর্থিক সহায়তা ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়াও সরকারি সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সংগঠনের সকল সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের ভূমিকা অব্যাহত আছে।
নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নুরুল আবছার-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক জনাব নুরুল আবছার এর কার্যক্রম

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক : জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয়

মোছাঃ জাহানারা খাতুন
স্বামী- মোঃ আব্দুল কাদের
পিতা- ইসমাইল হোসেন
মাতা- মৃত মনোয়ারা বেগম
গ্রাম-পলাশপাড়া,পোস্ট অফিসঃ চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
উপজেলা- চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা- চুয়াডাঙ্গা
মোবাইল নং - ০১৭৫৪১৬৩১৫৯

'জাহানারা যুব মহিলা সংস্থা' ২০১৮ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন সদর উপজেলার পলাশপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাহানারা খাতুন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব জাহানারা খাতুন স্বেচ্ছামূলক কাজ করার প্রয়াসে সংগঠনের সাথে জড়িত হন। এ সংগঠানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও ঝরে পড়া শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন এবং তাদের জন্য স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি অনুদানের সহায়তায় পথশিশু ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, যুবদের বেকারত্ব দূরীকরণ, বিধবা ও নির্যাতিত বয়স্ক নারী পুরুষের সেবা প্রদানের ব্রত নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরামর্শে তিনি জাহানারা যুব মহিলা সংস্থা গঠন করেন।

তিনি সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণ, জ্যেষ্ঠদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পরিবেশ উন্নয়নসহ স্বেচ্ছামূলক নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছেন। জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ, পথ শিশু প্রতিবন্ধী স্কুল, ধূমপান ও মাদক বিরোধী, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহায়তা, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করছেন। তাঁর নেতৃত্বে দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ, শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, বিভিন্ন উৎসবে অসহায়দের সহায়তা প্রদান, ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিনি জাতীয় যুব দিবস, আন্তজার্তিক নারী দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছেন। বেকার ও বিধবা অসহায় যুব নারী ও জ্যেষ্ঠদের আত্মকর্মসংস্থান ও সমাজে তাদের মর্যাদা প্রদানে জাহানারা যুব মহিলা সংস্থার মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণসহ আর্থিক ও দ্রব্য সামগ্রী সহায়তা প্রদান করেন।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মোছাঃ জাহানারা খাতুন-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক মোছাঃ জাহানারা খাতুন এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : ঢাকা বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

নাম- মোছাঃ পারভীন আক্তার
পিতা- মৃত- মোঃ গেন্দু মিয়া
মাতা- মোছাঃ জুলেখা খাতুন
গ্রাম-চান্দরা, ৩৭নং ওয়ার্ড, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, জেলা- গাজীপুর
মোবাইল-০১৭১২-৮০৫৩২৪

পারভীন আক্তার গাজীপুর জেলাধীন চান্দরা গ্রামে ১৯৮০ সালে নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসচ্ছলতার কারণে ৮ম শ্রেণি পাশ করার পর আর লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি। অল্প বয়সে তাকে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়। অভাব অস্বচ্ছলতা ছিল নিত্য সঙ্গী। স্থানীয় একটি এনজিও'র সাথে পরিচিত হয়ে তাদের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সন্ধান পান এবং তিন মাস মেয়াদী মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার নিজের জমানো টাকা এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ঋণ নিয়ে পারভীন মাছ চাষের প্রকল্প গ্রহণ করেন। তার পরিবারের অভাব অনটন কিছুটা লাঘব হয়। পরবর্তীতে ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি নিজ উদ্যোগে টেইলার্স, কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এজেন্ট ব্যাংকিং, ব্লক-বাটিক- এমব্রয়ডারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গবাদিপশু খামার, মৎস্য খামার, নার্সারি ও মৌচাষ এর প্রকল্প শুরু করেন। এসকল প্রকল্পে তার বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ৬৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং বাৎসরিক নিট আয় ৪৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা।

জনাব পারভীন আক্তারের প্রকল্পে ৪৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা এবং পরামর্শে স্থানীয়ভাবে ১৫ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি জনসচেতনতামূলক আলোচনা সভা, হেলথ ক্যাম্প, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভা, যৌতুক ও মাদক বিরোধী অনুষ্ঠান, ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প, ত্রাণ বিতরণ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনসহ নানা সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন। তিনি একজন সফল আত্মকর্মী।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী পারভীন আক্তার-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী মোছাঃ পারভীন আক্তার এর কার্যক্রম

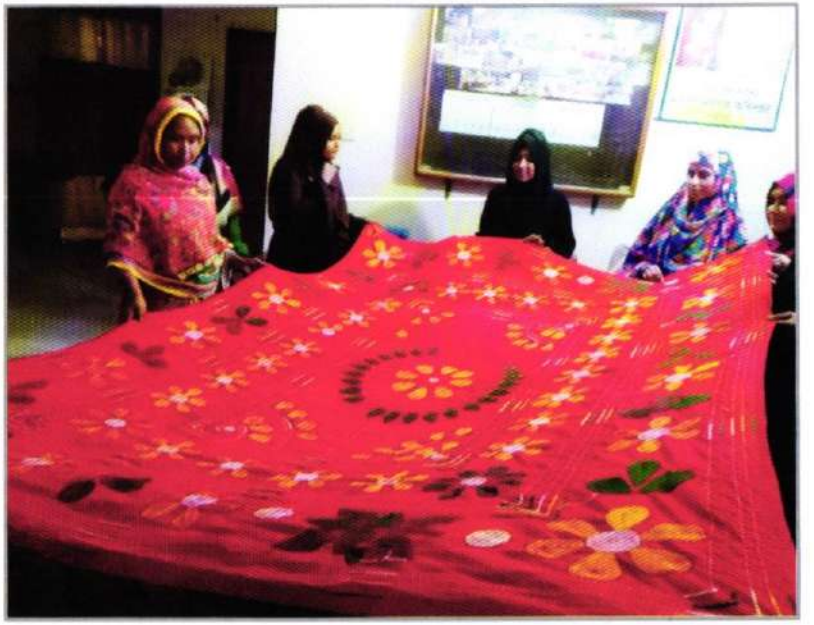

সফল আত্মকর্মী : ময়মনসিংহ বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

মোঃ সাইবুর রহমান
পিতা- মোঃ ফজলুল হক
মাতা- মোছাঃ ফেরদৌসি বেগম
ঠিকানা- পাঁচপাড়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
মোবাইল- ০১৭৫২৯৫৭৮৪৫

জনাব মোঃ সাইবুর রহমান ময়মনসিংহ জেলাধীন ত্রিশাল উপজেলায় ১৯৯৭ সালে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ২০১৮ সালে অনার্স পাশ করার পর চাকরির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। চাকরি নামক সোনার হরিণের দেখা তিনি পননি। চাকরি না পেয়ে চরম হতাশায় দিন কাটতে থাকে। পরবর্তীতে এক বন্ধুর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের খবর পেয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ত্রিশাল উপজেলা থেকে ১ মাস মেয়াদী মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৬০ হাজার টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করে মৎস্য চাষ শুরু করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে তিনি সফলতার চাবিকাঠি খুঁজে পান। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজ পুকুরে মৎস্য চাষ শুরু করে পরবর্তীতে ২য় দফায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৮০ হাজার টাকা ও ৩য় দফায় ১ লক্ষ টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তামানে তাঁর প্রকল্পটি ০৮ একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত। বর্তমান তাঁর মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৩০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।

জনাব মোঃ সাইবুর রহমান-এর প্রকল্পে ২০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ১৫ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি বৃক্ষরোপণ, গরীব ও অসহায়দের মাঝে খাদ্য বিতরণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, করোনাকালীন মাস্ক বিতরণ, জাতীয় দিবস পালনসহ বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করেছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মোঃ সাইবুর রহমান-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী মোঃ সাইবুর রহমান এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : চট্টগ্রাম বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

মোঃ শফিউল বশর
পিতা- মৃত তমিজ উদ্দিন সর্দার
মাতা- মোছাঃ মৃত চন্দ্র বানু
৩৫ নং রয়েল প্লাজা, সিডিএ মার্কেট, আমতল, রিয়াজউদ্দিন বাজার,
ডাকঘর- জিপিও, থানা- কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম।
মোবাইল- ০১৮১৭৭১৮০৫৯

জনাব মোঃ শফিউল বশর চট্টগ্রাম জেলাধীন কোতয়ালী উপজেলায় ১৯৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বাবার মৃত্যুর পর নিজের চেষ্টায় এস এস সি পাস করেন। ২০০৪ সালে টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চট্টগ্রামে ভর্তি হন। ২০০৮ সালে ইলেক্ট্রনিক্স টেকনোলজি বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস করেন। এক বছর চাকরি খুঁজে না পেয়ে মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকানে কাজ শুরু করেন। এক বন্ধুর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে মোবাইল সার্ভিসিং, রেফ্রিজারেশন ও ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে নিজের জমানো টাকা ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ঋণ নিয়ে বিশ্বাস মোবাইল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, বিশ্বাস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও বিশ্বাস মোবাইল ক্লিনিক প্রকল্প শুরু করেন। ২০২৪ সালে তিনি দুবাই ও চীন সফরে আই ফোন ও স্যামসাং অরিজিন্যাল মোবাইল ফোনের পার্টস সরবরাহের জন্য B-Tech টেকনোলোজিস নামে নতুন একটি শোরুম প্রতিষ্ঠা করেন।

জনাব শফিউল বশর-এর প্রকল্পে ১৬ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ৩৮ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, শীতবস্ত্র বিতরণ, রক্তদান কর্মসূচি, জাতীয় দিবস পালনসহ বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করে থাকেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মোঃ শফিউল বশর-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী জনাব মোঃ শফিউল বশর এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : সিলেট বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

নাম- সুমন দেব নাথ
পিতা- জয়ন্ত দেব নাথ
মাতা- রানী নাথ
গ্রাম-ভাগাডহর, পোঃ- মুড়াউল, উপজেলা- বড়লেখা, জেলা- মৌলভীবাজার
মোবাইল- ০১৭১৫-৮০৫০১৫

জনাব সুমন দেব নাথ মৌলভীবাজার জেলাধীন বড়লেখা উপজেলার ভাগাডহর গ্রামে ১৯৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মা, দুই ভাই ও এক বোন নিয়েই তার পরিবার। ২০১২ সালে অর্থ সংকটে এস এস সি পরীক্ষা দিতে পারেননি। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। অল্প লেখাপড়ায় চাকরি পাওয়াও কঠিন। বেকার জীবন খুবই কষ্টকর। এরই মধ্যে এক বড় ভাইয়ের পরামর্শে ও বড়লেখা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার আন্তরিক সহযোগিতায় গবাদি-পশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ এবং কৃষি বিষয়ক ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১ম দফায় ২৫ হাজার টাকার যুব ঋণ গ্রহণ করে ২০১৪ সালে ৩০০ মুরগির খামার এবং বাড়ির পতিত জমিতে ২ হাজার আখের চারাসহ বিভিন্ন ফলজ বৃক্ষের চারা রোপণ করেন। তার এই যাত্রাটা খুব সহজ ছিল না। সমাজের মানুষের অনেক কটাক্ষ সত্ত্বেও, জীবনের দুঃখ-কষ্টকে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে যান। ২০১৮ সালে ১০০০ হাজার লেয়ার মুরগির খামার করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ২য় দফায় ৬০ হাজার টাকা, ৩য় দফায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করে খামারটি সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে তার খামারে ৩১০০ লেয়ার মুরগি রয়েছে। পাশাপাশি মাছের খামার, আখের বাগান, কমলা-লেবু, লটকন, পেপে, কলা ও নানান ধরনের শাকসবজি চাষ করেন। বর্তমানে তাঁর প্রকল্পে মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৩৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

জনাব সুমন দেবনাথ-এর প্রকল্পে ৯ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ২৫ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি বৃক্ষরোপণ, গরীব ও অসহায়দের মাঝে খাদ্য বিতরণ, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, জাতীয় দিবস পালনসহ বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করেছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী সুমন দেব নাথ-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী জনাব সুমন দেব নাথ এর কার্যক্রম

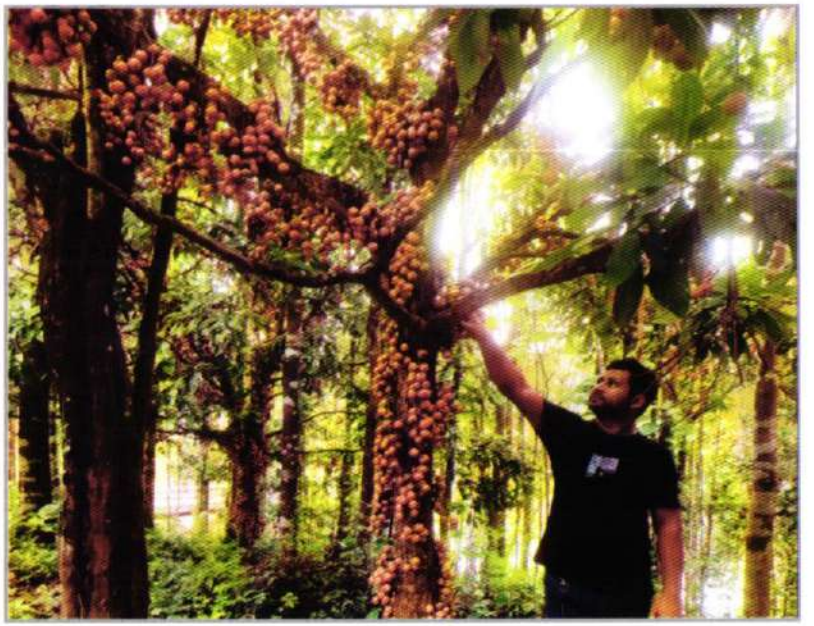

সফল আত্মকর্মী : রংপুর বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

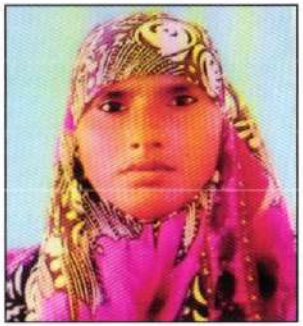

মোছাঃ মমতাজ খাতুন
স্বামী - মোঃ বেলাল হোসেন
পিতা- মোঃ মশিউর রহমান
মাতা- হাজেরা বেগম
গ্রাম-দূর্গাপুর,ডাকঘর- কোমরপুর গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
মোবাইল- ০১৭৬৭১৩৬৯১৪

জনাব মোছাঃ মমতাজ খাতুন গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দূর্গাপুর গ্রামে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মার আদরের সন্তান, কোনোদিন সংসার নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি। তবুও নিজে কিছু করার তাগিদ থেকে স্বামীর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত জমিতে কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাই স্বামীর পরামর্শে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১ম দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভীপালন প্রকল্প গড়ে তুলেন এবং ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাইবান্ধা জেলার উপপরিচালক এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা গোবিন্দগঞ্জ এর পরামর্শে মোছাঃ মমতাজ খাতুন একজন সফল আত্মকর্মী। তাঁর বর্তমান মূলধন ৩২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৩১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

জনাব মোছাঃ মমতাজ খাতুন-এর প্রকল্পে ১২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ১০ জন আত্মকর্মী হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি প্রশিক্ষণ প্রদান, গাছের চারা বিতরণ, জঙ্গি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, মাদক প্রতিরোধ কার্যক্রম, বই বিতরণ, জাতীয় দিবস পালনসহ বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মোছাঃ মমতাজ খাতুন- কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী জনাব মোছাঃ মমতাজ খাতুন এর কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী : খুলনা বিভাগীয় কোটায় নির্বাচিত

কাজী আল আমিন

পিতা- মোঃ লিয়াকত কাজী

মাতা- মোছাঃ হাজেরা বেগম

গ্রাম-চরজোকা, ডকঘর-শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা- মাগুরা

মোবাইল- ০১৭৯৫-১১৮৮০৫

কাজী আল আমিন মাগুরা জেলাধীন শ্রীপুর উপজেলায় চরজোকা গ্রামে ১৯৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনি সকলের বড়। তাদের তেমন কোনো পৈতৃক সম্পত্তি নেই। অর্থাভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারেন। নিজেদের অল্প পরিমাণ জমিতে কাজ করে, সময় পেলে অন্যের জমিতে কাজ করতেন। চরম হতাশার মাঝে আলোর সন্ধান পেলেন। গ্রামের এক বড় ভাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে সাত দিনের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী কালক্ষেপণ না করে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় শ্রীপুরে ৭ দিন মেয়াদী গাভী ও পোল্ট্রি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ৪০০০ টি কোয়েল পাখির ১ টি খামার এবং ৮০০ টি ব্রয়লার মুরগির খামার স্থাপন করেন। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে ১ মাস মেয়াদী গবাদি পশু পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কয়েকবছর পর মুরগির খামার এবং কৃষি প্রকল্পের পাশাপাশি ০২ টি পুকুর লিজ নিয়ে মৎস্যচাষ এবং গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। এ সকল প্রকল্প গ্রহণ করে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন এবং আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে পান। বর্তমানে তাঁর ০৩ টি পুকুরে মৎস্য চাষ, ০৮ একর জমিতে বিভিন্ন শাকসবজিসহ পেয়াজ, রসুন, ধান, পাট, গম, ভুট্টা ইত্যাদির মৌসুমী প্রকল্প আছে। প্রকল্পে ৮টি গরু, ০৬টি ছাগল, ৫০০ টি কোয়েল পাখি, ১২০ টি কবুতর, ৭০০টি সোনালী মুরগি আছে। তাঁর বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ৬২ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ১৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা।

জনাব কাজী আল আমিন -এর প্রকল্পে ১৮ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ৬ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি জঙ্গি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, যৌতুক ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম, ত্রাণ বিতরণ, ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ, বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করেছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী কাজী আল আমিন-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী কাজী আল আমিন এর কার্যক্রম

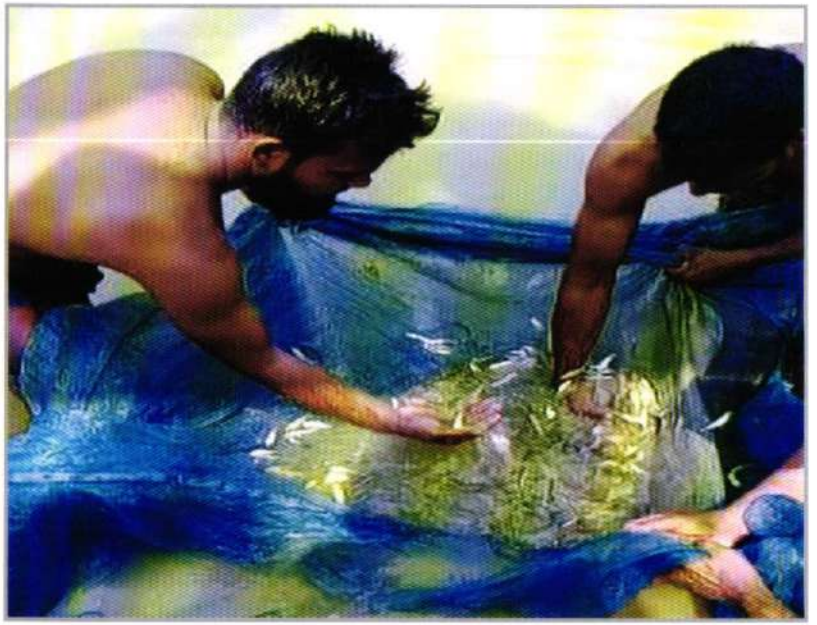

সফল আত্মকর্মী : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক কোটায় নির্বাচিত

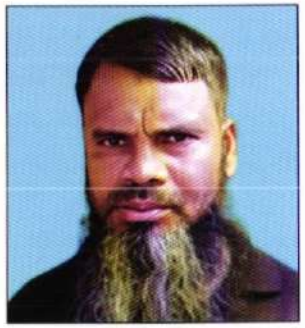

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
পিতা- মোঃ এনতাজ আলী
মাতা- মোছাঃ জামিরন খাতুন
গ্রাম-চরকুশাবাড়ী, পোঃ ধামাইচহাট
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।
মোবাইল- ০১৭২৩৬৩৮৯০৪

জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম ১৯৮৬ সালে চলনবিল অধ্যুষিত সিরাজগঞ্জ জেলাধীন তাড়াশ উপজেলার চরকুশাবাড়ী গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন প্রান্তিক কৃষক। মা ছিলেন গৃহিনী। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছোট। জন্মগতভাবে শারিরীক প্রতিবন্ধি হওয়ায় পরিবারে এবং সমাজে অবহেলিত ছিলেন। লেখাপড়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেশিদূর লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি। ২০০১ সালে তিনি দাখিল পাশ করেন। বাবা লেখাপড়া করাতে অনিহা প্রকাশ করায় তিনি আর পড়াশোনা করেননি। পরবর্তীতে বড় ভাইয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের কথা জানতে পেরে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় তাড়াশে যোগাযোগ করেন। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৮ সালে সিরাজগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গবাদিপশু, হাঁসমুরগি পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১ম দফায় ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৩ টি গাভী কিনে খামার শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে তাঁর খামার সম্প্রসারণ হতে থাকে। পরবর্তীতে ২য় দফায় ৫০ হাজার টাকা এবং ৩য় দফায় ৬৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এক সময়ের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া জাহিদুল হয়ে উঠেন সফল আত্মকর্মী। তাঁর নিরলস পরিশ্রম তাকে আত্মকর্মী থেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত করে তোলে। তিনি দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে গ্রামের সুখী মানুষ। শারীরিক প্রতিবন্ধী জাহিদুল এখন সবার রোল মডেল। তাঁর বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা।

জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম-এর প্রকল্পে ১০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ৪ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। গাছের চারা বিতরণ, মাদক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম, ত্রাণ সহায়তা ইত্যাদি সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মোঃ জাহিদুল ইসলাম-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর কার্যক্রম

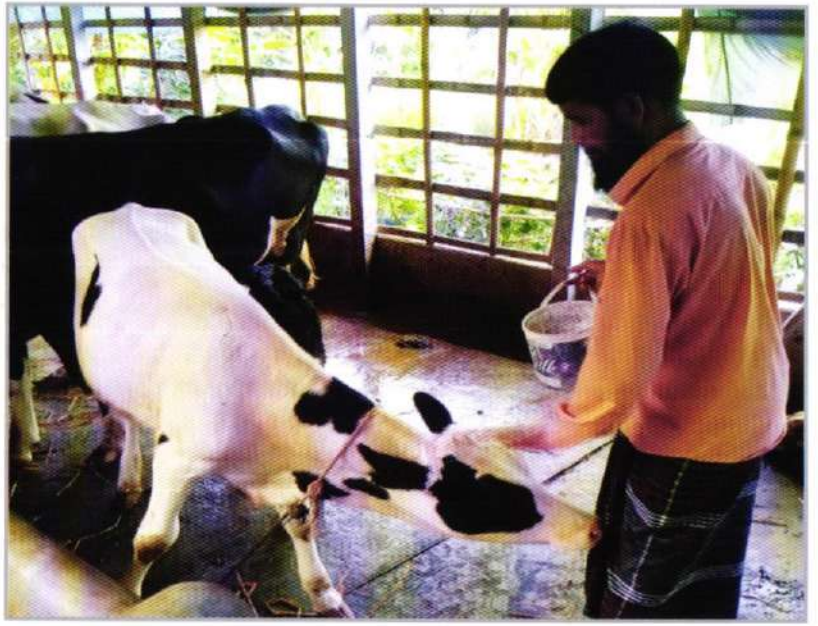

সফল আত্মকর্মী : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় নির্বাচিত

সজীব চাকমা
পিতা- ফেল্যা চাকমা
মাতা- কষ্ট মালা চাকমা
গ্রাম- রাঙ্গাপানি, ডাকঘর-রাঙ্গামাটি, উপজেলা- কোতয়ালী
জেলা- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
মোবাইল- ০১৫১৭৯৯৯৪৩৭

জনাব সজীব চাকমা রাঙ্গামাটি জেলাধীন কোতয়ালী উপজেলার রাঙ্গাপানি গ্রামে এক অসচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। দারিদ্র্যের কারণে তাদের পরিবারে শান্তি ছিল না। একসাথে সবার পড়ার খরচ যোগানো বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই পরিবারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি বড় ভাই হিসেবে পড়াশুনা বন্ধ করে দেন এবং পরিবারের হাল ধরতে বাবার সাথে কৃষি কাজ শুরু করেন। এভাবে কঠিন এক বাস্তবতার সাথে তাকে দিনযাপন করতে হচ্ছিল। এভাবে চলতে চলতে একটা সময় বন্ধুরা পরামর্শ দিলো গাভী পালন করার জন্য। দুগ্ধবতী গাভী পালন করতে পারলে তা অনেক লাভজনক হবে। তাদের কথা মতো অল্প টাকা নিয়ে প্রথমে ০২ টি দেশীয় গাভী দিয়ে প্রকল্প শুরু করলেন। প্রথম দিকে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে তেমন লাভ পাওয়া যায়নি। এরপর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক ০৩ মাসব্যাপি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞনকে কাজে লাগিয়ে সজীব ডেইরি এন্ড ফ্যাটেনিং ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তার খামারে অনেকগুলো দেশি-বিদেশি শংকর জাতের গাভী আছে। পাশাপাশি তিনি সিজনওয়ারি গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প এবং গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করছেন। নিজেদের গ্যাসের চাহিদা মিটিয়ে আরো ০৬ টি পরিবারের কাছে গ্যাস বিক্রি করছেন। বর্তমানে নতুন করে খামার তৈরি করে সোনালী মুরগি পালন করছেন। তাঁর বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ৪৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ২৫ লক্ষ টাকা।

জনাব সজীব চাকমা-এর প্রকল্পে ৪ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ৩ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী সজীব চাকমা-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী জনাব সজীব চাকমা এর কার্যক্রম

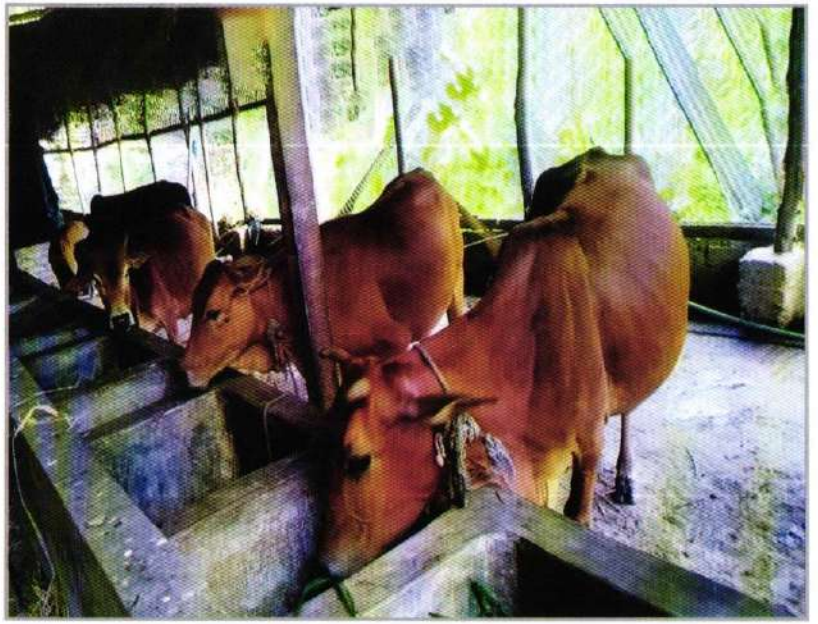

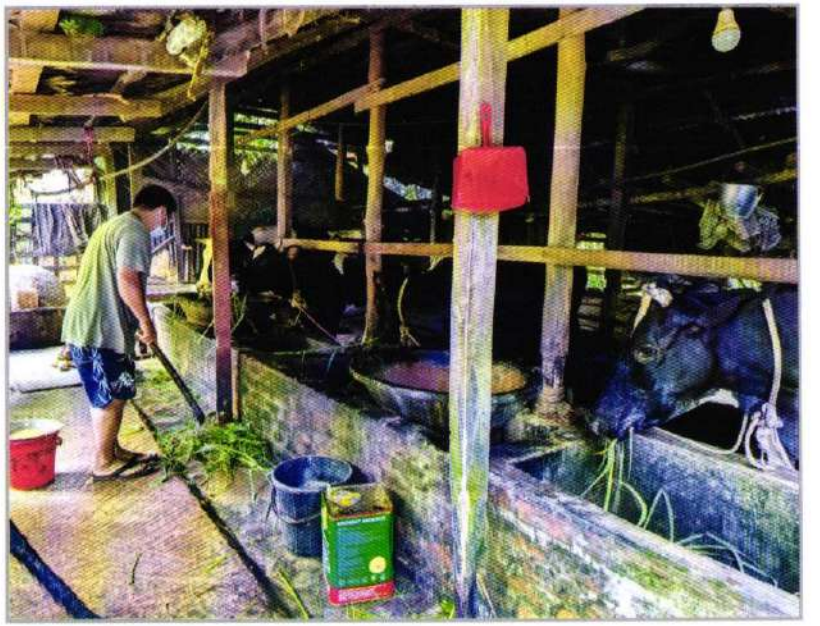

সফল আত্মকর্মী : তৃতীয় লিঙ্গ কোটায় নির্বাচিত

নাম- মোঃ রবিউল ইসলাম রবি হিজড়া
পিতা- আব্দুল হক
মাতা- রহিমা বেগম
৭০,ঝিলপাড়, বাসাবো, জেলা- ঢাকা-১২১৪
মোবাইল নং-০১৯৩৬-০২০৭০৪

জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম রবি হিজড়া ১৯৯০ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার শীরদিঘী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যখন থেকে বুঝতে শিখেছেন তখন থেকেই অন্য একটি শিশু থেকে তাকে পৃথক করে দেখা হয়েছে। শৈশব কাল হতেই অবহেলা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া রবিউল ইসলাম রবি হিজড়া নামে পরিচিত। হিজড়া হয়ে তার জন্মটাই হয়েছিল পরিবারের বোঝা স্বরুপ। ৪ বছর বয়সে ফুফু বাড়ীতে বেড়াতে আসলে তীব্র অবহেলা লাঞ্ছনা দেখে সইতে না পেরে ফুফু নিজ বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবায় নিয়ে যান। তাকে নিজের সন্তানের মতই লালন পালন করতে থাকেন। সেখানেও বেশী দিন থাকতে পারেননি, ৭ বছর বয়সে বাবা নিজ গ্রামে নিয়ে স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করান। পঞ্চম শেণি পর্যন্ত সেই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। নতুন করে আবার শুরু হয় অবহেলা লাঞ্ছনা-গঞ্জনাসহ পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্য ও নির্যাতন। হিজড়া হয়ে জন্মগ্রহণ করে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে রাখালের কাজ করতেন। জীবন বাঁচাতে কচুর লতি, রুমাল, ছাই, দুধ, পশু পাখির ঔষধ বিক্রিসহ কত কাজই না করেছেন। সেসময় থেকেই তার প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন এবং অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর ব্রত নিয়ে জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়া। স্বাবলম্বি হওয়ার লক্ষ্যে এলাকা ছেড়ে চলে আসেন চট্টগ্রামে, সেখানে কাজ নেন হামদর্দ এর একটি শাখায়। সেখান থেকে যে টাকা পেতেন নিজের খরচ মিটিয়ে মায়ের জন্যও কিছু টাকা পাঠাতেন। এক বছর পর অর্থাৎ ১৪ বছর বয়সে ২০০৪ সালে একজনের সহযোগিতায় চলে আসেন ঢাকায়। আশ্রয় হয় এক হিজড়া গুরুমায়ের বাসায়, শুরু করেন নতুন জীবনের যুদ্ধ। ২০২০ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক ও বাটিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাঁর গুরুমা শ্রাবন্তি হিজড়া ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ব্লক ও বাটিক প্রকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর এ প্রকল্পে বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ৩৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা এবং বাৎসরিক নিট আয় ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম রবি হিজড়া -এর প্রকল্পে ২২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে ১৫০ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখার পাশাপাশি তিনি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তিনি প্রশিক্ষণ প্রদান, সন্ত্রাস বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ত্রাণ বিতরণ, ঈদ উপহার সামগ্রী, খাবার বিতরণ, জাতীয় দিবস পালনসহ বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কাজ করছেন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সফল আত্মকর্মী মোঃ রবিউল ইসলাম রবি হিজড়া-কে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হলো।

সফল আত্মকর্মী জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম রবি হিজড়া এর কার্যক্রম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

Department of Youth Development
Ministry of Youth and Sports

Website - www.dyd.gov.bd